সদকার উপকারীতা

05 March-2020

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِذَا كَانَ يَوْمُ الْخَمِيْسِ بَعَثَ اللّٰهُ مَلَائِكَةً مَعَهُمْ صُحُفٌ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَقْلَامٌ مِّنْ ذَهَبٍ يَكْتُبُوْنَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اَكْثَرَ النَّاسِ عَلَيَّ صَلَاةً অর্থাৎ যখন বৃহস্পতিবার দিন আসে, **আল্লাহ পাক** ফিরিশতাদের প্রেরণ করেন, যাঁদের হাতে রূপার কাগজ এবং স্বর্ণের কলম থাকে, তাঁরা লিখেন, কে বৃহস্পতিবার দিন এবং শুক্রবার রাতে আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১/২৫০, হাদীস ২১৭২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

✲ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✲ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✲ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✲ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✲ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه!, اُذْكُرُوا اللّٰه!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি

শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✲ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ✲ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ✲ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ✲ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চার দিরহামের পরিবর্তে চারটি দোয়া

হযরত মনসুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একদিন বয়ান করছিলেন, কোন হকদার তার থেকে চার দিরহাম চাইলো। হযরত মনসুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঘোষনা করলেন: যে একে চার দিরহাম দিবে, আমি তার জন্য চারটি দোয়া করবো। তখন সেখান দিয়ে একজন গোলাম যাচ্ছিলো, একজন অলীয়ে কামিলের রহমতপূর্ণ আওয়াজ শুনে তার কদম থমকে গেলো এবং তার নিকট যে চার দিরহাম ছিলো, তা সে সেই ব্যক্তিকে দিয়ে দিলো। হযরত মনসুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: বলো! কোন চারটি দোয়া করাতে চাও? আরয করলো: (১) আমি যেনো গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে যাই (২) আমি এই দিরহামের বদলা চাই (৩) আমার এবং আমার মুনিবের তাওবা নসীব হোক (৪) আমার, আমার মুনিবের, আপনার এবং সকল উপস্থিতির ক্ষমা হয়ে যাক।

হযরত মনসুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন। গোলাম তার মুনিবের নিকট দেরীতে পৌঁছলো, মুনিব দেরী হওয়ার কারন জানতে চাইলে সে এই ঘটনা শুনালো। মুনিব জিজ্ঞাসা করলো: প্রথম দোয় কি ছিলো? গোলাম বললো: আমি আরয করেছি: দোয়া করুন! আমি যেনো গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে যাই। একথা শুনে মুনিবের মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এলো: "যাও! তুমি গোলামী থেকে মুক্ত।" জিজ্ঞাসা করলো দ্বিতীয় দোয়া কোনটি করিয়েছো? বললো: যে চার দিরহাম আমি দিয়ে দিয়েছি, তার বিকল্প যেনো পেয়ে যাই। মুনিব বলে উঠলো: "আমি চার দিহামের পরিবর্তে তোমায় চার হাজার দিরহাম দিলাম।" জিজ্ঞাসা করলো: তৃতীয়

দোয়া কি ছিলো? বললো: আমার এবং আমার মুনিবের গুনাহ থেকে তাওবা করার তৌফিক নসীব হয়ে যাক। একথা শুনতেই মুনিবের মুখে ইস্তিগফার শুরু হয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো: "আমি **আল্লাহ পাকের** দরবারে আমার সকল গুনাহ থেকে তাওবা করছি।" অতঃপর বললো: চতুর্থ দোয়া কি ছিলো: গোলাম উত্তর দিলো: আমি অনুরোধ করেছি যে, আমার, আমার মুনিব, তাঁর এবং ইজতিমার সকল উপস্থিতির ক্ষমা হয়ে যাক। একথা শুনে মুনিব বললো: তিনটি বিষয় যা আমার ক্ষমতায় ছিলো, তা আমি করে নিয়েছি, চতুর্থ বিষয়টি সবার ক্ষমা হয়ে যাওয়া, এটা আমার ক্ষমতায় নেই। দিন অকিবাহিত হলো, যখন রাত হলো তখন সেই মুনিব স্বপ্নে কোন ঘোষনাকারীকে শুনলেন: যা তোমার ক্ষমতায় ছিলো, তা তুমি করেছো এবং আমি হলাম **আরহামুর রাহেমিন**, আমি তোমাকে, তোমার গোলামকে, মনসুরকে এবং সেখানে বিদ্যমান উপস্থিত সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছে। (রওযুর রাইয়াহীন, ২২২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানা গেলো! **আল্লাহ** ওয়ালাদের দোয়া অর্জন করার কোন সুযোগ হাত ছাড়া করা উচিৎ নয়, **আল্লাহ পাকের** এই নেক বান্দা যখন **আল্লাহ পাকের** নিকট দোয়া করে তখন **তিনি** তাঁদের দোয়া কবুল করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নেকীর প্রেমিক এবং নেক কাজের উৎসাহ প্রদানের জন্য বিভিন্ন দোয়া করতে থাকেন। কখনো সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠ, শ্রবণকারীনিদের জন্য দোয়া করেন, কখনো মাদানী ইনআমাতের উপর আমলকারীনিদের দোয়া দ্বারা ধন্য করে থাকেন। আমাদেরও উচিৎ যে, **আল্লাহ পাকের** এই মকবুল অলীর দোয়া পাওয়ার কোন সুযোগ হাত ছাড়া হতে না দেয়া। কে জানে তাঁর কোন দোয়াটি আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতকে সাজিয়ে দেয়।

এই ঘটনা থেকে আরো জানতে পারি যে! যারা **আল্লাহ পাকের** পথে একনিষ্টতার সহিত সদকা করে, **আল্লাহ পাক** তাকে অবশ্যই প্রতিদান দান করবেন। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, মাঝে মাঝে নেক কাজের জন্য তৌফিক অনুযায়ী অবশ্যই সদকা করা, اِنْ شَآءَ الله এর অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী বরকত অর্জিত হবে।

আল্লাহ পাকের পথে সদকা ও খয়রাত করার গুরুত্ব ও ফযীলতের অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করুন যে, স্বয়ং আমাদের প্রিয় **দয়ালূ প্রতিপালক** কোরআনে করীমে সদকা ও খয়রাত করার আদেশ ইরশাদ করেছেন এবং বিভিন্ন স্থানে সদকা ও খয়রাতকারীদের প্রশংসাও করেছেন।

১ম পারা সূরা বাকারার ২ ও ৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ২ ও ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাতে হিদায়ত রয়েছে খোদাভীতিসম্পন্নদের জন্য। তারাই, যারা না দেখে ঈমান আনে নামায কায়েম রাখে এবং আমার দেয় জীবিকা থেকে আমার পথে ব্যয় করে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসলেই অনেক সৌভাগ্যবান সেই ইসলামী বোন, যারা নিজেদের সম্পদের ঐ হক আদায় করে থাকে, যা আদায় করা তাদের জন্য আবশ্যক, ✲ সৌভাগ্যবান সেই মুসলমানরা, যারা নিজেদের সম্পদ কে পিতামাতা, ভাইবোন এবং সন্তানদের জন্য ব্যয় করে, ✲ সৌভাগ্যবান সেই মুসলমানরা, যারা নিজেদের আত্মীয় স্বজনের (Relatives) মৃত্যুতে তাদের সাওয়াব পৌছানোর জন্য তৃতীয় দিবস, দশম দিবস, চেহলাম এবং বার্ষিক ইত্যাদি করে গরীব ও অসহায়দের খাবার খাওয়ায়। ✲ সৌভাগ্যবান সেই মুসলমানরা, যারা সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য মাকাতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা বন্টন করে থাকে, ✲ ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে লঙ্গলে রযবীয়া করে থাকে, ✲ সৌভাগ্যবান সেই মুসলমানরা, যারা মানুষের হকের ব্যাপারে সজাগ থেকে একনিষ্টতার সহিত কোরআন খানি, ইজতিমায়ে যিকির ও নাত এবং সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় ব্যয় করেন, ✲ যারা জামেয়াতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনা এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অন্যন্য বিভাগের নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং ব্যয়ে অংশগ্রহন করে থাকে, ✲ সৌভাগ্যবান সেই মুসলমানরা, যারা দ্বীনি শিক্ষার্থীনির জন্য সম্পদ ব্যয় করে থাকেন। একনিষ্টতা সহকারে এরূপ ব্যয় কারীদের **আল্লাহ** পাত তাঁর অনুগ্রহে দ্বিগুণ বরং এর চেয়েও বেশি দান করবেন। আসুন! আপনারাও

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য নিজের চাঁদা **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে দিন এবং অপরকেও এর উৎসাহ প্রদান করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কোরআন ও হাদীসে পাকে সদকা ও খয়রাত করা এবং **আল্লাহ পাকে**র পথে ব্যয় করার অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করা, মানুষের নিজের জন্যই উপকারী, যারা মন খুলে নেকীর কাজে ব্যয় করে, গরীব ও অসহায়দেরকে সাহায্য করে, তাদের সম্পদে আশ্চার্যজনক ভাবে উন্নতি ও বরকত হতে থাকে।

৩য় পারা সূরা বাকারার ২৬১ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَ اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۶۱﴾

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৬১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাদের উপমা, যারা আপন সম্পদ **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করে সেই শস্য বীজের ন্যায়, যা উৎপাদন করে সাতটা শীষ। প্রত্যেক শীষে একশ শস্যকণা; এবং **আল্লাহ** তা থেকেও অধিক বৃদ্ধি করেন যার জন্য চান। আর **আল্লাহ** প্রাচুর্যময়, জ্ঞানময়।

এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে **তাফসীরে সিরাতুল জিনান ১ম** খন্ডের ৩৯৫নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: **আল্লাহ**র পথে ব্যয় কারীদের ফযীলত একটি উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তা হলো এমন যে, কোন লোক জমিনে একটি দানা বীজ হিসেবে রোপন করলো, যা থেকে সাতটি চারা অঙ্কুরিত হয় এবং প্রতিটি চারায় একশতটি করে দানা উৎপন্ন হয়। যেনো একটি দানা বীজ হিসেবে রোপন করাকারী সাতশত গুণ বেশি অর্জন করলো, অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করে, **আল্লাহ পাক** তাকে তার একনিষ্ঠতার প্রেক্ষিতে সাতশত গুণ বেশি সাওয়াব দান করেন এবং এরও কোন সীমা নেই বরং **আল্লাহ পাকে**র ভান্ডার ভরা আছে এবং তিনি দয়ালূ এবং ক্ষমাশীল, যাকে চাইবেন তাকে এর চেয়েও বেশি সাওয়াব দান করবেন। **(সিরাতুল জিনান, ১/৩৯৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেলো! সদকা দেয়াতে প্রকাশ্যভাবে দেখা যায় সম্পদ কমে যাচ্ছে কিন্তু আসলে সদকা আমলনামাকে নেকীতে পরিপূর্ণ করছে। যেমনিভাবে কূপের পানি বের করাতে কমে যায়না বরং বৃদ্ধি পায়, তেমনিভাবে **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করা সম্পদও কমে যায় না বরং এতে আরো বরকত ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** মুবারক যবানে সদকার অসংখ্য ফযীলত ইরশাদ করেন। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে ৮টি হাদীসে মুবারাকা শ্রবণ করি।

সদকার ফযীলত সম্বলিত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৮টি বাণী

১. ইরশাদ হচ্ছে: اَلصَّدَقَةُ تَسُدُّ سَبْعِيْنَ بَابًا مِّنَ السُّوْءِ অর্থাৎ সদকা মন্দের ৭০টি দরজা বন্ধ করে দেয়। **(মু'জামু কবীর, ৪/২৭৪, হাদীস ৪৪০২)**

২. ইরশাদ হচ্ছে: كُلُّ امْرِئٍ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهٖ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) তার সদকার ছায়ায় থাকবে, এমনকি মানুষের মাঝে ফয়লাসা করে দেয়া হবে। **(মু'জামুল কবীর, ১৭/২৮০, হাদীস ৭৭১)**

৩. ইরশাদ হচ্ছে: اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَلٰى اَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ وَاِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهٖ অর্থাৎ নিশ্চয় সদকাকারীকে সদকা কবরের গরম থেকে রক্ষা করবে এবং নিশ্চয় মুসলমান তাদের সদকার ছায়ায় থাকবে। **(শুয়াবুল ঈমান, বাবুয যিকির, ৩/২১২, হাদীস ৩৩৪৭)**

৪. ইরশাদ হচ্ছে: اَلصَّلٰوةُ بُرْهَانٌ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ অর্থাৎ নামায (ঈমানের) দলিল এবং রোযা (গুনাহের) ঢাল। সদকা গুনাহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে মিটিয়ে দেয়।

(তিরমিযী, আবওয়াবুস সফর, ২/১১৮, হাদীস ৬১৪)

৫. ইরশাদ হচ্ছে: بَاكِرُوْا بِالصَّدَقَةِ فَاِنَّ الْبَلَاءَ لَايَتَخَطَّى الصَّدَقَةَ অর্থাৎ সকাল সকাল সদকা করো, কেননা বালা মুসিবত সদকার সামনে অগ্রসর হয় না।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিয যাকাত, ৩/২১৪, হাদীস ৩৩৫৩)

৬. ইরশাদ হচ্ছে: اِنَّ صَدَقَةَ الْمُسْلِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ وَ تَمْنَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ وَ يُذْهِبُ اللهُ الْكِبْرَ وَ الْفَخْرَ অর্থাৎ নিশ্চয় মুসলমানের সদকা বয়স বৃদ্ধি করে এবং মন্দ মৃত্যুকে প্রতিহত করে। **আল্লাহ পাক** এর বরকতে সদকা প্রদানকারী থেকে গুনাহ এবং গর্ব করার মন্দ অভ্যাস দূর করে দেন। **(মু'জামু কবীর, ১৭/২২, হাদীস ৩১)**

৭. ইরশাদ হচ্ছে: اِنَّهَا حِجَابٌ مِّنَ النَّارِ لِمَنِ احْتَسَبَهَا يَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللهِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য সদকা করে তবে তা (সদকা) তার এবং আগুনের মধ্যখানে প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৮৬, হাদীস ৪৬১৭)

৮. ইরশাদ হচ্ছে: اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ নিশ্চয় সদকা রবের ক্রোধকে মিটিয়ে দেয় এবং মন্দ মৃত্যুকে দূর করে দেয়। (তিরমিযী, কিতাবুয যাকাত, ২/১৪৬, হাদীস ৬৬৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবাকা থেকে জানা গেলো! ✻ সদকা মন্দের দরজা বন্ধ করে দেয়। ✻ সদকা প্রদানকারী কিয়ামতের দিন নিজের সদকার ছায়ায় থাকবে। ✻ সদকা কবরের গরম থেকে বাঁচায়। ✻ সদকা গুনাহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয় যেমন পানি আগুনকে। ✻ সদকা বিপদাপদকে আটকায়। ✻ সদকা বয়সে বরকতের উপলক্ষ্য হয়। ✻ সদকা মন্দ মৃত্যু থেকে বাঁচায়। ✻ সদকা অহঙ্কার ও গর্বের অভ্যাস দূর করে দেয়। ✻ সদকা আগুনের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়। ✻ সদকা **আল্লাহ পাকের** ক্রোধকে সংবরন করে। মোটকথা! সদকা কল্যাণের অসংখ্য দরজা খুলে দেয় এবং সদকা অনেক মন্দের দরজা বন্ধ করে দেয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن মাঝে সদকা ও খয়রাতের প্রেরণা ভরা ছিলো। যেমনিভাবে দুনিয়ার প্রেমিকেরা দুনিয়া উপার্জন এবং ধন সম্পদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকে, এর চেয়ে আরো অনেক বেশি **আল্লাহ** ওয়ালাদের এই আকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকে যে, তাঁরা যেনো নিজেদের সম্পদ **আল্লাহর** পথে কুরবান করে দিতে পারে। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে কিছু বর্ণনা শ্রবণ করি:

এক রাতে ১০ হাজার দিরহাম খয়রাত

হযরত আইয়ুব বিন ওয়াইল রাসিবি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: আমি মদীনা মুনওয়ারা উপস্থিত হলাম তখন আমাকে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর একজন প্রতিবেশি বললো: তাঁর নিকট হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পক্ষ

থেকে ৪ হাজার দিরহাম এসেছে এবং আরেক ব্যক্তির পক্ষও তত দিরহাম এসেছে আর একজন ব্যক্তি ২ হাজার দিরহাম এবং একটি উন্নত মানের চাদর তাঁর খেদমতে পাঠালানে। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বাজারে গেলেন এবং নিজের বাহনের জন্য বাকিতে পশুখাদ্য কিনলেন। আমি তাঁকে চিনে ফেলি। অতঃপর আমি তাঁর স্ত্রীকে পর্দার আড়াল থেকে বললাম: আমি আপনার থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই এবং আমি পছন্দ করবো যে, আপনি আমাকে সত্য বলবেন। সুতরাং আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হযরত ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর নিকট কি হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পক্ষ থেকে ৪ হাজার দিরহাম, অপর এক লোকের পক্ষ থেকে ৪ হাজার দিরহাম আর আরেক ব্যক্তির পক্ষ থেকে ২ হাজার দিরহাম এবং একটি চাদর আসেনি? উত্তর পাওয়া গেলো: জি হ্যাঁ! নিশ্চয় এসব কিছু এসেছে। আমি বললাম: আমি তো হযরত ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কে ওদিকে বাকীতে পশুখাদ্য কিনতে দেখলাম। এতে তাঁর স্ত্রী বললেন: হযরত ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا সেই সব সম্পদ রাতেই বন্টন করে দিয়েছিলেন এবং চাদরটি নিজের কাঁধে রেখে চলে গেলেন আর তা ফিরিয়ে দিয়ে বাড়ি এসে গেলেন। সেই ব্যক্তি বললো যে, অতঃপর সেখান থেকে আমি বাজারে আসলাম এবং লোকদেরকে বললাম: হে ব্যবসায়ীদের দল! তোমরা দুনিয়া দিয়ে কি করবে? হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কাল রাতে ১০ হাজার দিরহাম এসেছিলো, তিনি রাতের মধ্যেই তা সম্পূর্ণ **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করে দিলেন এবং আজ সকালে নিজের বাহনের জন্য বাকীতে পশুখাদ্য কিনলেন।

(হিলাইয়াতুল আউলিয়া, ১/৩৬৮, নম্বর ১০২১)

এক লক্ষ দিরহাম সদকা করে দিলেন!

হযরত মুহাম্মদ বিন সু'কা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাবেয়ী বুযুর্গ ছিলেন, খুবই নেক এবং খোদাভীতি সম্পন্ন ছিলেন। একবার তিনি তাঁর নিক জমাকৃত সম্পদ হিসাব করলেন, তখন তা এক লক্ষ দিরহাম হলো। বলতে লাগলেন: আমি এমন কোন মঙ্গলজনক জিনিষ জমা করিনি, যা জমা রাখতে হবে যে, তা বৃদ্ধি পাবে এবং আমি এই জন্যই বৃদ্ধি পেতে থাকবো। একথা বলে সমস্ত সম্পদ সদকা করে দেয়া শুরু করলেন আর তখনও এক সপ্তাহ পুরো হয়নি যে, তাঁর নিকট মাত্র একশ দিরহাম অবশিষ্ট রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ বিন সূ'কা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর পিতা থেকে

উত্তরাধিকার সূত্রে এক লক্ষ দিরহাম পেয়েছিলেন। তিনি তা সব **আল্লাহ**র পথে সদকা করে দিলেন। এমনকি নিজের নিকট কিছুই অবশিষ্ট রাখলেন না।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতেঁ, ৫/৯-১০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শাহজাদা হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এবং মুহাম্মদ বিন সূ'কা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সদকার প্রেরণা মারহাবা! আহ! যদি **আল্লাহ**র পথে সদকা ও খয়রাতকারী এই মহান মনিষীদের সদকায় আমাদেরও সদকা ও খয়রাত করার প্রেরণা নসীব হয়ে যেতো। **আল্লাহ**র পথে দেয়ার সময় শয়তান এই কুমন্ত্রনা দেয় যে, যদি আমি এখানে টাকা দিই তবে পরিবারের ব্যয় কিভাবে চালাবো? নিজের চাহিদা কিভাবে পূরণ করবো? আমার পরিবার, সন্তান সন্ততির খরচ কিভাবে চলবে? মনে রাখবেন! এসবই শয়তানের কুমন্ত্রণা। সদকা দেয়াতে সম্পদ কমে না, যেমনটি

হযরত আবু কাবশা আনমারি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত: তিনি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছেন: একটি বিষয়ে আমি শপথ করছি (তা হলো যে), কোন বান্দার সম্পদ সদকা করাতে কমে না। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/৯৯)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! একনিষ্ঠতা সহকারে দেয়া সদকা কিরূপ বরকত নিয়ে আসে? আসুন! এসম্পর্কে কিছু ঘটনা শুনি:

ব্যয় করো দয়ালূ আল্লাহ দান করবেন

হযরত কায়েস বিন সালেহ আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: তাঁর ভাইয়েরা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো যে, তিনি অহেতুক ব্যয় করেন এবং এই ব্যাপারে খুবই হাত খোলা। **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের ভাইদের কি সমস্য, তারা এই এই ভেবে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, তুমি নিজের সম্পদ অহেতুক কাজে ব্যয় করছো এবং তোমার হাত অনেক খোলা? আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আয় থেকে নিজের অংশ নিয়ে অবশিষ্ট **আল্লাহ পাকে**র পথে এবং নিজের বন্ধু বান্ধবদের জন্য ব্যয় করে দিই। তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার বুকে হাত

মুবারক রাখেন এবং তিনবার ইরশাদ করেন: খরচ করো **আল্লাহ পাক** তোমাকে প্রদান করবেন। (হযরত কায়েস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন:) এরপর যখনই আমি **আল্লাহ**র পথে বের হতাম তখন আমার নিকট আমার বাহন থাকতো এবং আজ আমার অবস্থা এমন যে, আমার সম্পদ ও আসবাবে আমার ভাইদের চেয়েও বেশি।

(মু'জামু আওসাত, ৬/২১০, হাদীস ৮৫৩৬)

সন্তানকে আল্লাহ পাক সমৃদ্ধশালী করবেন

হযরত আউন বিন আব্দুল্লাহ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাবেয়ী বুযুর্গ ছিলেন। সম্পূর্ণ মনযোগ সহকারে **আল্লাহ পাকে**র যিকির করা, ধনীদের থেকে দূরে থাকা এবং গরীব, মিসকিনদের প্রতি নম্রতা ও মমতা প্রদর্শন করা তাঁর মুবারক অভ্যাস ছিলো। বর্ণিত রয়েছে: একবার হযরত আউন বিন আব্দুল্লাহ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে বিশ হাজারের চেয়েও বেশি দিরহাম পান তখন তিনি তা সদকা করে দেন। তাঁর কিছু বন্ধু আরয করলো: যদি আপনি তা আপনার সন্তানদের সমৃদ্ধ করার জন্য ব্যবহার করতেন তাবে ...? বলতে লাগলেন: আমি নিজেকে এই সদকার মাধ্যমে শাক্তিশালী করেছি এবং আমার সন্তানদেরও **আল্লাহ পাক** সমৃদ্ধশালী করে দিবেন।

হযরত আউন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর একনিষ্টতা এবং **আল্লাহ পাকে**র স্বত্বার উপর পরিপূর্ণ ভরষায় দেয়া সদকার প্রতিফল এমন হলো যে, হযরত আবু উসামা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আলে মাসুদের মধ্যে হযরত আউন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সন্তানদের চেয়ে বেশি কেউ সমৃদ্ধশালী ছিলো না। **(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতেঁ, ৪/৩০২)**

সাথেসাথেই সদকার বরকত প্রকাশ পেলো!

নিজের যুগের আবদাল হযরত আবু জাফর বিন খাত্তাব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমার দরজায় একজন ভিক্ষুক ডাক দিলো, আমি সম্মানিতা স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম: তোমার নিকট কি কিছু আছে? উত্তর পেলাম: চারটি যিম আছে। আমি বললাম: ভিক্ষুককে দিয়ে দাও। তিনি দিয়ে দিলেন। সে ডিম নিয়ে চলে গেলো। তখনও সামান্য সময় অতিবাহিত হলো যে, আমার নিকট একজন বন্ধু ডিম ভরা ঝুড়ি (Basket) পাঠালো। আমি পরিবারকে জিজ্ঞাসা করলাম: এতে মোট কতটি ডিম আছে? তিনি বললেন: ত্রিশটি। আমি বললাম: তুমি তো ভিক্ষুককে চারটি ডিম দিয়েছিলে, এখান তো ত্রিশটি হিসেবে এসেছে! বলতে লাগলেন: ত্রিশটি ডিম ঠিক

আছে এবং দশটি ডিম ভাঙ্গা (এর কারণ হলো যে) ভিক্ষুককে যে চারটি ডিম দেয়া হয়েছিলো তাতে তিনটি ডিম ভালো এবং একটি ছিলো ভাঙ্গা। **আল্লাহ পাক** প্রতিটি ডিমে বদলে দশটি করে দান করেছেন। ভালোর বদলে ভালো এবং ভাঙ্গার বদলে ভাঙ্গা। **(রউযুর রায়াহীন, ১৫১ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن **আল্লাহ পাকের** প্রতি ভরসা এবং একনিষ্টতার সহিত দান করার প্রেরণা মারহাবা! যদি আমরাও সদকা ও খয়রাত করার প্রেরণা বৃদ্ধি করতে চাই তবে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন এবং যার যতটুকু সামর্থ্য হয় নিজের অন্যান্য ব্যস্ততা থেকে কিছুটা সময় বের করে মাদানী কাজের জন্য অবশ্যই বের করুন, এই মাদানী কাজে অংশগ্রহনের বরকতে আমরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবো, আখিরাতের জন্য নেকীর ভান্ডার জমা করতে থাকবো, নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী সৌভাগ্যবানদের মাঝে গন্য হবো, উত্তম সহচর্য অর্জিত হবে, প্রত্যেক আশিকানে রাসূলের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাজ করার খুবই সহজ সুযোগ, যদি এখনি আমরা কার্যত ভাবে মাদানী কাজে অংশগ্রহন করতে না পারি তবে সম্ভবত অনেক নেকী থেকে বঞ্চিত হয়ে যেতে পারি। এই মহৎ মাদানী উদ্দেশ্য **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** অর্জনের জন্য পরিপূর্ণভাবে চেষ্টা করুন, নেকীর কাজে একে অপরকে সহায়তা করুন।

সোমবার শরীফের রোযা এবং মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের উপকারীতা

নিজের সংশোধনের চেষ্টা করার জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার অভ্যাস গড়ে নেয়া উচিৎ। ✻ اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী ইনআমাত আমলের প্রেরণা বৃদ্ধি এবং গুনাহ ছাড়ানোর অন্যতম উপায়। ✻ মাদানী ইনআমাতের উপর আমল কারীদের প্রতি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه খুবই খুশি হন এবং তাদেরকে দোয়া দ্বারা ধন্য করেন। ✻ মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার বরকতে খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফার দৌলত নসীব হয়। ✻ মাদানী ইনআমাতের এই

মহান উপহার বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن স্মরণ করিয়ে দেয়। ✻ মাদানী ইনআমাত বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে চিন্তা ভাবনা অর্থাৎ নিজের আমলের পরিসংখ্যান করার অনন্য মাধ্যম। এই মাদানী ইনআমামের ৫০ নং মাদানী ইনআমাত হলো, **আপনি কি এ সপ্তাহে পবিত্র সোমবারে (বাদ পড়লে যে কোন দিন) রোযা রেখেছেন? এমনকি এ সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন খাবারের মধ্যে যব শরীফের রুটি খেয়েছেন?**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ফরয রোযার পাশাপাশি নফল রোযা রাখা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাদানী ইনআমাতে নফল ইবাদতের আগ্রহ প্রদান করে প্রতি সোমবার শরীফে রোযা রাখার উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه জামেয়াতুল মদীনার শিক্ষার্থীরা এবং অন্যান্য আরো অসংখ্য ইসলামী ভাই, অনুরূপভাবে জামেয়তুল মদীনা বালিকা শাখার শিক্ষার্থীনি ও শিক্ষিকা ছাড়াও অসংখ্য ইসলামী বোনও সোমবার শরীফে নফল রোযা রাখার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আসুন! নফল রোযার ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি:

নফল রোযার ফযীলত

১. ইরশাদ হচ্ছে: যদি কোন ব্যক্তি একদিন নফল রোযা রাখে অতঃপর তাকে জমিন সমতুল্য সোনাও দেয়া হয়, তবুও এর সাওয়াব কিয়ামতের দিনই পূরণ হবে। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুস সিয়াম, ৩/৪২৩, হাদীস ৫০৯৬)**

২. ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ বললো এবং এতেই তার মৃত্যু হলো তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য কোন দিন রোযা রাখলো অতঃপর এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেলো তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য সদকা করবে এবং এতেই মৃত্যুবরণ করবে তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। **(মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, ৯/৯০, হাদীস ২৩৩৭৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রজবুল মুরাজ্জব মাস চলছে। এই মাসেও নফল রোযা রাখার অনেক বরকত রয়েছে, সুতরাং এই বরকত ও ফযীলত পেতে এই মাসে

অধিকাংশ দিন রোযা রেখে অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন। হাদীসে মুবারাকায় রজবের নফল রোযার অসংখ্য ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জান্নাতে একটি নদী রয়েছে, যাকে **"রজব"** বলা হয়, যা দুধের চেয়েও বেশি সাদা এবং মধুর চেয়েও বেশি মিষ্টি, যে রজবের একদিন রোযা রাখবে তবে **আল্লাহ পাক** তাকে এই নদী থেকে পান করাবেন। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৬৭, হাদীস ৩৮০০)

আল্লাহ পাক আমাদের অন্যান্য নফল রোযার পাশাপাশি রজব শরীফের রোযা রাখারও তৌফিক দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কোন সম্পদ সদকা করা উচিৎ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা সদকা ও খয়রাত করা সম্পর্কে শুনছিলাম। নিশ্চয় একনিষ্ঠতার সহিত **আল্লাহ**র পথে কৃত সম্পদ নষ্ট হয় না। **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করার সময় এই বিষয়েও খেয়াল রাখা উচিৎ, যেই জিনিষ আপনার সবচেয়ে বেশি পছন্দ, তাই সদকা ও খয়রাত করুন, কেননা এতে সাওয়াব বেশি।

দূর্ভাগ্যক্রমে সদকা ও খয়রাত করাতে কৃপণতা করা হয়, অথবা এমন জিনিস সদকা করা হয়, যা ব্যবহারের উপযোগী নয়। যেমন; যখন দেখা যায় যে, রুটিতে চত্রাক এসে গেছে, তরকারী নষ্ট হয়ে গেছে বা নষ্ট হওয়া উপক্রম হয়ে গেছে তবে কোন গরীবকে দিয়ে দেয়া হয়। কুরবানির মাংস যখন নিজের ব্যবহারের উপযোগী থাকে না তখন বেধেঁ ঘরে কাজের মহিলাকে দিয়ে দেয়া হয়। বন্যায় প্লাবিত বা বিপদে পতিত মানুষদের স্বল্প মূল্যের আহার্য দেয়া হয়, ঐ পোষাক যা ঘরে কেউ পরে না বা যেই জুতা পরার উপযুক্ত থাকে না তা গরীবদের সাহায্য এবং সদকা হিসেবে দিয়ে দেয়া হয়, যদিওবা ভাল নিয়্যত সহকারে এরূপ সদকা করাও ঠিক, কিন্তু একটু ভাবুন তো! কেমন আশ্চর্যজনক বিষয় যে, যখন নিজের খাওয়া দাওয়া বা ব্যবহারের বিষয় আসে তখন উন্নত থেকে উন্নত মানের জিনিসটিই নির্বাচন করা হয় এবং যখন বিষয়টি আসে **আল্লাহ পাকে**র পথে দেয়ার, তখন বেচে যাওয়া বা স্বল্প মূল্যের জিনিষ সদকা ও খয়রাত করা হয়। নিজের সন্তানদের জন্য তো উন্নত মানের জিনিস কেনা হয়, কিন্তু যখন গরীবের সন্তানকে দেয়ার বিষয় আসে তখন নিম্নমানের

জিনিস তাও খোঁটা দিয়ে দেয়া হয়। আমরা নিজের বাড়িতে তো পছন্দ মতো খাবারের আয়োজন করে খাই কিন্তু তখন কোন ভিক্ষুক এসে গেলে তাকে তাড়িয়ে দিই বা বাড়িতে বেচে যাওয়া বাসি খাবার যা কেউ খায় না তা দিয়ে এই ভেবে খুশি হই যে, যাক! খাবার নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে বেচে গেলো এবং কোন গরীবের উপকার হলো। অথচ হওয়া উচিৎ ছিলো যে, **আল্লাহ পাক** যাকে সামর্থ দিয়েছে তার সর্বোচ্চ মানের জিনিষ **আল্লাহ**র পথে সদকা করার চেষ্টা করা। আসুন! এবার **আল্লাহ** ওয়ালাদেরও কিছু পদ্ধতি শ্রবন করি যে, **আল্লাহ পাকে**র এই নেককার বান্দারা তাঁর পথে ব্যয় করাতে কিরূপ একনিষ্ঠ হয়ে থাকে।

আঙ্গুরের গোছা তাকে দিয়ে দাও

হযরত নাফেয়ে رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; একবার হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا অসুস্থতার সময় আঙ্গুর খেতে চাইলেন তখন আমি তাঁর জন্য এক দিরহাম দিয়ে আঙ্গুরের একটি গোছা কিনে আনলেন। আমি সেই আঙ্গুর তাঁর হাতে দিতেই একজন ভিক্ষুক দরজায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইলো। হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই আঙ্গুর ভিক্ষুককে দিয়ে দেয়ার জন্য বললেন, তখন আমি আরয করলাম: এ থেকে কিছু তো খেয়ে নিন, সামান্য তো চেকে নিন। বললেন: না, তা তাকে দিয়ে দাও। তখন আমি সেই ভিক্ষুককে দিয়ে দিলাম।

অতঃপর আমি ভিক্ষুক থেকে তা এক দিরহামের বিনিময়ে কিনে নিলাম এবং হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেদমতে নিয়ে এলাম। তখনো হাতেই ছিলো, তখন সেই ভিক্ষুক আবারো এসে গেলো। তিনি বললেন: এটা তাকে দিয়ে দাও। আমি আরয করলাম: আপনি এখান থেকে কিছুটা চেকে নিন। বললেন: না, এটা তাকে দিয়ে দাও। আমি সেই গোছাটি তাকে দিয়ে দিলাম। সেই ভিক্ষুকটি এভাবেই ফিরে ফিরে আসতে লাগলো এবং তিনি তাকে আঙ্গুর দিয়ে দিতে আদেশ করতে থাকেন। অবশেষে তৃতীয় বা চতুর্থবার আমি তাকে বললাম: তোমার ধ্বংস হোক, তোমার লজ্জা করে না? অতঃপর আমি তার থেকে এক দিরহামের বিনিময়ে আঙ্গুরের সেই গোছাটি কিনে নিয়ে তাঁর নিকট নিয়ে আসলাম তখন তিনি তা খেয়ে নিলেন।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতেঁ, ১/৫২৩)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সদকা দেয়ার ফযীলত এবং উপকারীতার কথা কি আর বলবো, আমাদেরও এই দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় খয়রাত করে নিজের আখিরাতকে আলোকিত করার কাজ করার চেষ্টা করা উচিৎ। কতইনা ভাল হয় যে, গরীব, মিসকিন, বিধবা, চাহিদা সম্পন্ন এবং আত্মীয়দের পাশাপাশি আমরা আমাদের সদকা ও চাঁদা নেকীর কাজে, মসজিদ, মাদরাসাতুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনার নির্মাণ এবং উন্নতির জন্য তাছাড়া দ্বীন ইসলামের উন্নতি এবং ইলমে দ্বীন প্রসারের জন্য ইলমে দ্বীন অর্জনকারী শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীনিদের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে প্রদান করে নিজের আখিরাতকে সজ্জিত করুন।

বর্ণিত আছে: হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (যিনি ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিশেষ শাগরেদ এবং হানাফী ফিকাহ শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন) জ্ঞানীদের সাথে বিশেষ করে ভাল আচরন করতেন, তাকে আরয করা হলো: আপনি সবা রসাথে একই রকম আচরণ করেন না কেন? বললেন: আমি আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর পর ওলামায়ে কিরাম ছাড়া আর কাউকে উচ্চ মনে করিনা, একজন আলিমের ধ্যান যদি নিজের চাহিদার কারণে ছুটে যায় তবে তিনি সঠিকভাবে দ্বীনের খেদমত করতে পারবেন না এবং দ্বীনি শিক্ষার প্রতি তাঁর সঠিক মনযোগ থাকবে না। সুতরাং তাঁদের আন্তর্জাতিক খেদমতের জন্য অবসর করা উত্তম। (যিয়ায়ে সদকাত, ১৭২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দ্বীনের তাবলীগের ১০৮টিরও বেশি বিভাগে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোতে সদা ব্যস্ত। এই স্পর্শকাতর যুগে যখন ভ্রান্ত শক্তি চারিদিকে সম্পূর্ণ জোড় সহকারে মুসলমানদের ঈমানকে নষ্ট করা এবং তাদের গোমরাহির অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করার চেষ্টায় লিপ্ত, এই অবস্থায় **দা'ওয়াতে ইসলামী** আশার আলো হয়ে জ্বলে উঠলো এবং এই মাদানী সংগঠন উম্মতের ডুবন্ত নৌকা এবং উম্মতে মুস্তফাকে অলসতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত করার প্রেরণার আলোকে খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ে অনেক দেশে এবং শহরে শিশুদের জন্য **"মাদরাসাতুল মদীনা"** নামে মাদরাসা এবং ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য **"জামেয়াতুল মদীনা"** নামে জামেয়া চালূ করেছে, যেখানে তাদেরকে কোরআন ও ইলমে দ্বীনের

অলঙ্কার দ্বারা তাছাড়া শরয়ী ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। যাতে শিক্ষা জীবন শেষ করার পর জাতির এই সত্যিকার নির্মাতারা সমাজের বিকৃতদের সংশোধনে নিজের দায়িত্ব পালন করে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদানকৃত এই উদ্দেশ্যের অধিনে নিজের জীবন অতিবাহিতকারী হয়ে যায় যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।** اِنْ شَآءَ الله"

মনে রাখবেন! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে পরিচালিত মাদরাসাতুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনা দ্বীনি ফযীলতের আলোকে অনেক গুরুত্ব বহন করে, এই কারণেই যে, এই মাদরাসাতুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনা পরিচালনা করার জন্য এতে বছরে কোটি কোটি নয় বরং শত কোটি টাকা খরচ করা হয়, সুতরাং আপনাদের প্রতিও আরয যে, ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীদের দোয়ার অংশীদার হওয়া, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র উন্নতি এবং মাদরাসাতুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনার পরিচালনাকে শক্তিশালী করার জন্য আপনার যাকাত, ফিতরা, সদকা ও খয়রাত, নফল চাঁদা এবং উশর ইত্যাদির মাধ্যমে শুধু নিজে সহায়তা করবেন না বরং আপনার আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশি ইসলামী বোন এবং অন্যান্য ইসলামী বোনদের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরও এর প্রতি উৎসাহিত করুন, আমাদের একটি কথা এবং আমাদের ইনফিরাদী কৌশিশে যদি কারো মানসিকতা তৈরী হয়ে যায় এবং সে তার যাকাত, ফিতরা, সদকা ও খয়রাত, নফল চাঁদা বা উশর ইত্যাদি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের জন্য দেয় তবে এটা আমাদের জন্যও সাওয়াবে জারিয়ার মাধ্যম হয়ে যাবে।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه হাজারো আশিকানে রাসূল, বিভিন্নভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের জন্য আর্থিক সহায়তা করার সৌভাগ্য অর্জন করতে থাকে, হতে পারে যে, আমাদের মধ্যে মনে এই প্রশ্ন আসতে পারে যে, আমি কিভাবে আমার অংশ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজে অন্তর্ভূক্ত করবো?

আসুন! একটি খুবই সহজ পদ্ধতি আপনাদের খেদমতে আরয করছি যে, যার মাধ্যমে অত্যন্ত গরীবরাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র চাঁদায় নিজের অংশ অন্তর্ভূক্ত

করতে সফল হয়ে যেতে পারবে, তা কি? **"পারিবারিক সদকা বক্স"** এর মাধ্যমে আর্থিক সহযোগিতা।

নিয়্যত সম্পর্কে কিছু পয়েন্ট

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! বয়ান শেষ করার পূর্বে নিয়্যত সম্পর্কে কয়েকটি পয়েন্ট শুনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: (১) ইরশাদ করেন: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ অর্থাৎ আমল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। (বুখারী, ১/৫, হাদীস ১) (২) ইরশাদ করেন: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমলের চেয়ে উত্তম। (মু'জামু কবীর, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২) ✻ প্রত্যেক জায়িয কাজে কয়েকটি ভাল নিয়্যত হতে পারে। (বাহারে নিয়্যত, ১০ পৃষ্ঠা) ✻ নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভাল নিয়্যত হবে, সাওয়াবও তত বেশি হবে। ✻ নেক আমলে ভাল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, অন্তরের আমলের প্রতি মনযোগী হওয়া এবং সেই আমল **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য করা। (বাহারে নিয়্যত, ১০ পৃষ্ঠা) ✻ নিয়্যত অন্তরের ইচ্ছাকে বলা হয়, অন্তরে নিয়্যত থাকা অবস্থায় মুখে উচ্চারণ করাও অধিক উত্তম। (বাহারে নিয়্যত, ১০ পৃষ্ঠা) ✻ নিয়্যত দ্বারা ইবাদতকে একে অপরের থেকে পৃথক করা এবং অভ্যাসের মধ্যে পার্থক্য করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। (বাহারে নিয়্যত, ১১ পৃষ্ঠা) ✻ অন্তরে নিয়্যত না হলে মুখে নিয়্যতের শব্দ উচ্চারন করাতে নিয়্যত হবে না। (বাহারে নিয়্যত, ১০ পৃষ্ঠা) ✻ নিয়্যতের অভ্যাস গড়ার জন্য এর গুরুত্বের প্রতি দুষ্টি রেখে শান্তভাবে প্রথমে নিজের মানসিকতা বানিয়ে নিতে হবে। (সাওয়াব বৃদ্ধির উপায়, ৩ পৃষ্ঠা) ✻ হযরত নুয়াইম বিন হামাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার পেটে চাবুকের মার খাওয়া আমাদের জন্য ভাল নিয়্যত অপেক্ষা বেশি সহজ। (তাম্বিহুল মুগতারিন, ২৫ পৃষ্ঠা) ✻ আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: বান্দার ভাল নিয়্যতের উপর ঐ নেয়ামত প্রদান করা হয়, যা ভাল আমলেও প্রদান করা হয় না, কেননা নিয়্যতে লোক দেখানো ভাব থাকে না। (জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ১৫২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد